সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ◻ ৪২তম বর্ষ ◻ ৭ম সংখ্যা ◻ কার্তিক ১৪২৫ ◻ পৃষ্ঠা ৮

কৃষকপর্যায়ে আউশ ধানের বীজ উৎপাদন বাড়ানোর আহ্বান ... ২

বাকৃবিতে 'আপগ্রেডিং পাঙ্গাস অ্যান্ড তেলাপিয়া ... ৩

কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে খরচ কমে বাড়ে উৎপাদন ... ৫

কৃষকের বাতিঘর "কৃষক সেবা কেন্দ্র" উদ্বোধন ... ৬

খাদ্য উৎপাদন টেকসই রাখতে আউশ, ভুট্টা ও নিরাপদ সবজি উৎপাদনের ওপর গুরুত্বারোপ

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেছেন, খাদ্য উৎপাদন টেকসই রাখতে আউশ, ভুট্টা ও নিরাপদ সবজি উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি গত ২৯ নভেম্বর ২০১৮ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন। তিনি বলেন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আমাদের আউশ উৎপাদন এলাকা ছিল ১১.৪৫ লক্ষ হেক্টর। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৩.৫৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে আউশ আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলে ২.০৮ হেক্টর জমি নতুন করে আউশের আওতায় আসবে। এতে করে আউশের উৎপাদন বাড়বে ৩৫.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন। লক্ষ্য অর্জনে বাস্তবায়ন কৌশল হিসেবে আউশের হাইব্রিড বীজ সহজলভ্য করা, আবাদযোগ্য পতিত জমি চাষের আওতায় আনা, স্থানীয় জাতের চাষকৃত জমি হাইব্রিড আউশ চাষ, প্রণোদনা কার্যক্রম বাড়ানো, উত্তম কৃষি চর্চা ও অবহিতকরণ।

তিনি আরও বলেন, কৃষকরা আলু উৎপাদন করে অনেক সময় আলুর

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

মাটির সবচেয়ে বড় শত্রু সভ্যতা- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বলেছেন, মাটির সবচেয়ে বড় শত্রু সভ্যতা। সভ্যতার কারণে মাটি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ৫ ডিসেম্বর বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষ্যে রাজধানীর ফার্মগেটের আ.কা.মু গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়ামে সেমিনার ও সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

ভুট্টার আবাদ বাড়ানোর পাশাপাশি চাই নিরাপদ সবজি উৎপাদন -ভারপ্রাপ্ত কৃষি সচিব

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

পিরোজপুরের খামারবাড়ির ডিএই সম্মেলনকক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাগুলোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান

দক্ষিণাঞ্চলে আউশ ধানে আরো গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। আমনের অবস্থান ভালো। তবে স্থানীয় জাতের পরিবর্তে উফশী জাত প্রতিস্থাপন করতে হবে। আর এজন্য দরকার ব্রি ধান৭৬ এবং ব্রি ধান৭৭ জাত ব্যবহার। সে সাথে ভুট্টার আবাদ বাড়ানোর পাশাপাশি চাই নিরাপদ সবজি উৎপাদন। গত ১৬ নভেম্বর পিরোজপুরের ডিএই সম্মেলন কক্ষে কৃষি মন্ত্রণালয়ের এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

কৃষকপর্যায়ে আউশ ধানের বীজ উৎপাদন বাড়ানোর আহ্বান

–কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো: নাসিরুজ্জামান

কৃষকপর্যায়ে আউশ ধানের বীজ উৎপাদন বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো: নাসিরুজ্জামান। গত ১২ নভেম্বর রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে 'রবি মৌসুমে মাঠের চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও জেলার সার্বিক কৃষি পরিস্থিতি পর্যালোচনা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

আউশ ধানের বীজ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার তাগিদ দিয়ে ভারপ্রাপ্ত কৃষি সচিব বলেন, দেশের চাহিদার ৬০ হাজার মেট্রিক টন আউশ ধানের বীজের মধ্যে বিএডিসি উৎপাদন করে ২০ হাজার মেট্রিক টন। বাকি বীজ কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন করা দরকার। কৃষকের উৎপাদিত বীজের গুণগতমান বজায় রাখতে ডিএইর মাধ্যমে তাদেরকে নিবন্ধিত করতে হবে। তিনি বলেন, আউশ ধান অল্প সময়ে সেচ ছাড়াই উৎপাদন করা যায়। এ বছর আউশ ধানের ফলন খুব ভালো হয়েছে। উৎপাদন হয়েছে ২৭ লাখ মেট্রিক টন । এ বছর আউশ আবাদের জমির পরিমাণ ও ফলন লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বোরো মৌসুমে অকাল বন্যার ক্ষতি আউশ আবাদ করে পুষিয়ে নেয়া সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, মানিকমিয়া এভিনিউতে নিরাপদ ও অর্গানিক শাকসবজির মার্কেট জরুরিভাবে স্থাপন করতে হবে। এলাকাভিত্তিক অর্গানিক শাকসবজি উৎপাদন করে ঢাকায় সরবরাহ বাড়ানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করা দরকার। এ ব্যবস্থা গড়ে তোলা গেলে কৃষক তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাবে। এজন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং বিএডিসিকে সমন্বিতভাবে সবজির উন্নত বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতে কাজ করতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অমিতাভ দাসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) সনৎ কুমার সাহা। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সব উইংয়ের পরিচালকসহ অঞ্চল ও জেলাপর্যায়ের কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

ডিজিটাল কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটাতে হবে- মহাপরিচালক, ডিএই

–মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

ডিএইর মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীন ছাত্রছাত্রী ও কৃষকদের মাঝে ডিজিটাল কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটাতে আলোচিত বক্তব্য রাখেন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ মহসীন গত ২৪ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার কৃষি কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য সরকারি সফরে আসেন। সফরকালে তিনি প্রথমেই জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় নবস্থাপিত কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিদর্শন এবং ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করেন। তিনি বলেন, দেশে এখন আর গতানুগতিক কৃষি চলে না তাই ছাত্রছাত্রী ও কৃষকদের মাঝে ডিজিটাল কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটাতে হবে খোরপোষ কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের ধারাকে বেগবান করতে হবে। এরপর তিনি বাঞ্ছারামপুর উপজেলা কৃষি অফিসে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও স্থানীয় প্রগতিশীল কৃষকদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন এবং কৃষকদের নানা সমস্যার কথা শুনে পরামর্শ প্রদান করেন। এ সময় তিনি বলেন, সরকারের টেকসই পরিকল্পনার স্রোতধারায় বাংলাদেশ কৃষি ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মোটা অংকের টাকা ব্যয় করে ভিনদেশে না গিয়ে সমপরিমাণ শ্রম দিয়ে বাংলাদেশে কৃষি কাজ করে আর্থিক সমৃদ্ধি অর্জন করে সমৃদ্ধি লাভ করা যায়।

মহাপরিচালক এরপর কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলায় কমিউনিটি ফার্মারস ক্লাব, হোমনা, কুমিল্লা কর্তৃক উৎপাদিত 'হোমনা মডেল' বোরো ধানবীজ প্যাকেজিং ও বিপণন কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন বিদেশি বীজ কোম্পানিগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বীজ উৎপাদনে কৃষককে স্বনির্ভর করা দরকার, আর এ লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ জোরদার করতে হবে।

কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে কুমিল্লা জেলার হোমনা কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন এবং পরে ডিএইর মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং মাঠপর্যায়ে কাজের অগ্রগতি আরো বৃদ্ধি করার জন্য উপস্থিত কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন। মহাপরিচালকের সাথে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসির সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) এবং বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব কৃষিবিদ মো. মাহমুদ হোসেন। আরও উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর উপজেলা ও মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া উপজেলায় দুইটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মো. বেনজির আলম; ডিএই কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. জাহেদুল হক; ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার উপপরিচালক মো. আবু নাছের এবং এআইএস কুমিল্লা অঞ্চলের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ মো. আসিফ ইকবাল। এ ছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন- উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক এবং এলাকার জনপ্রতিনিধিরা।

শস্য বহুমুখিতার পরামর্শ প্রদানে কৃষকের ভালো বাজারমূল্য জোগাবে - কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব

–মো: আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

শস্য বহুমুখিতার পরামর্শ প্রদানের মতবিনিময় সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান রাজশাহী জেলার কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সব সংস্থার কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, শস্য বহুমুখিতার পরামর্শ প্রদানে কৃষকের ভালো বাজারমূল্য জোগাবে এবং আমাদের কৃষকের মন পড়ার উপযোগী হতে হবে। তিনি ২৬ নভেম্বর সকালে রাজশাহীর অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের এনসিডিপি সম্মেলন কক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত অঞ্চলের সব উপজেলা কৃষি অফিসার এবং জেলার কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় কালে এ কথা বলেন। ডিএই রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রশীদ এবং ডিএই রাজশাহীর উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: শামছুল হক।

কৃষি সচিব মহোদয় বলেন, এ বছর ৩৮ লক্ষ মে.টন ভুট্টা উৎপাদিত হয়েছে, এ উৎপাদনকে ১ কোটি মে.টনে নিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, এক জাতীয় সবজির আবাদ না করে বিভিন্ন জাতের সবজির আবাদ ও সুষ্ঠ বাজার ব্যবস্থাপনা করতে পারলে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য পাবে। ধান সম্পর্কে তিনি বলেন, যদিও আমরা এখন চালে উদ্বৃত্ত। তারপরও ধানের উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে। একদিকে দেশে জমি কমছে, অন্যদিকে যোগ হচ্ছে মানুষ। তাই অতিরিক্ত খাদ্য চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন আউশের আবাদ বাড়ানো, আর আমনে দরকার জাত পরিবর্তন।

আউশ ধানে স্থানীয় জাতের পরিবর্তে উফশী জাত প্রতিস্থাপন করতে হবে। তিনি এই অঞ্চলের নিম্ন এলাকায় ব্রি ধান৭৬ এবং ব্রি ধান৭৭ জাত ব্যবহার করার পরামর্শ প্রদান করেন। সে সাথে ভুট্টার আবাদ বাড়ানোর এবং নিরাপদ সবজি উৎপাদনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বরেন্দ্র অঞ্চলে তাল, খেজুর, তেতুল, নিম, জাম, কাঁঠাল, আম এসব গাছের চারা লাগানোর পরামর্শ প্রদান করেন। এ ছাড়া তিনি কেঁচো কম্পোস্ট এবং ট্রাইকোকম্পোস্টের ওপর জোর প্রদান করেন।

মতবিনিময় সভায় কৃষক, ডিএই জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, বিএডিসি, এআইএস, এসসিএ, এসআরডিআই, বারি, ব্রি, বিনাসহ অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাকৃবিতে 'আপগ্রেডিং পাঙ্গাস অ্যান্ড তেলাপিয়া ভ্যালু চেইন ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক কর্মশালা

–কৃষিবিদ দীন মোহাম্মদ দীনু, বাকৃবি, ময়মনসিংহ

আপগ্রেডিং পাঙ্গাস অ্যান্ড তেলাপিয়া ভ্যালু চেইন ইন বাংলাদেশ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বাকৃবি উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. জসিমউদ্দিন খান

বাংলাদেশে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের কম খরচে উৎপাদন বৃদ্ধি, মাছের খাবারের গুণগত মান ঠিক রাখা, মাছের স্বাদ বৃদ্ধি এবং সেই সাথে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ডেনিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির অর্থায়নে 'আপগ্রেডিং পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া ভ্যালু চেইন ইন বাংলাদেশ' বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ নভেম্বর ২০১৮ ব্যাংফিসের ওয়ার্ক প্যাকেজ-৩ ওই কর্মশালা আয়োজন করে। কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সভাকক্ষে সকাল ১০টায় কর্মশালাটি শুরু হয়। এতে প্রকল্পের কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর প্রফেসর বদিউজ্জামানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বাকৃবি উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. জসিমউদ্দিন খান, সম্মানিত অতিথি হিসেবে এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এম. এ. সাত্তার মণ্ডল, বিশেষ অতিথি হিসেবে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সবুর, ডেনমার্কের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. নেইলস ও জি জরজেনসেন উপস্থিত ছিলেন।

এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, মাৎস্যবিজ্ঞান ও কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজবিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের কনসালট্যান্ট প্রফেসর ড. সুলতান মাহমুদ। ব্যাংফিসের ওয়ার্ক প্যাকেজ-৩ এর টিম লিডার ও কৃষি অর্থসংস্থান বিভাগের অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামন খান কর্মশালায় ৫ বছর মেয়াদি ডানিডার আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি প্রকল্পের ২০১৫ থেকে অদ্যাবধি অর্জিত সাফল্য ও অগ্রগতির ওপর একটি প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন।

কর্মশালায় অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামন খান বলেন, পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার তৈরি বহুবিধ খাদ্য তৈরি করে দেশে ও বিদেশে ভোক্তাদের মাঝে পরিবেশন করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে চার লক্ষ টন পাঙ্গাস ও তিন লক্ষ টন তেলাপিয়া উৎপাদন হচ্ছে। প্রজাতি দুটির সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্বাদু ও পুষ্টিমান ঠিক রেখে তা আমরা বিদেশে রপ্তানি করার পাশাপাশি দেশেই চাহিদা সৃষ্টি করতে পারি। চিংড়ির পরেই প্রজাতি দুটির বিদেশে রপ্তানির জন্য অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় বিষয়টি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, ডেনিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (ড্যানিডা) অর্থায়নে বাংলাদেশে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছের আধুনিকায়নের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পের অংশ এটি।

তৃপ্তির বিচারে নয়, পুষ্টির মানদণ্ডে খাবার খেতে হবে

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন ডিএইর অতিরিক্ত পরিচালক মো. আরশেদ আলী

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন এবং সম্প্রসারণের কোনো বিকল্প নেই। ভিটামিন এবং খনিজ লবণ পূরণে আমাদের আরো দায়িত্বশীল হতে হবে। তৃপ্তির বিচারে নয়, পুষ্টির মানদণ্ডে খাবার খেতে হবে। আজ বরিশাল নগরীর ব্রি সম্মেলনকক্ষে 'উপকূলীয় অঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব' শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. আরশেদ আলী এসব কথা বলেন।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্রির মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন। তিনি বলেন, এক সময় খাদ্যের জন্য লড়াই করেছি। এখন আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। ধান গবেষণা শুধু জলবায়ু সহনশীল জাতই নয়, পুষ্টিসমৃদ্ধ ধান উৎপাদনেও সফল হয়েছে। আমাদের প্রযুক্তিগত স্মার্ট হতে হবে। সেসাথে বাড়াতে হবে সচেতনতা।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মাহবুব রব্বানী। বারটানের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. জামাল হোসেনের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএই বরিশালের উপপরিচালক হরিদাস শিকারী, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (বারি) ড. মো. গোলাম কিবরিয়া, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. ছাব্বির হোসেন, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন, বাবুগঞ্জের সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার জয়ন্ত কুমার অপু, ডা: মো. সোহেল রানা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে খাদ্য ও পুষ্টি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কুমিল্লায় কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ সম্পর্কে আঞ্চলিক কর্মশালা

–মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

আয়োজিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মো. খায়রুল আলম প্রিন্স

কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা অঞ্চলের আয়োজনে, ডিএই, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ে এক দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মো. খায়রুল আলম প্রিন্স, প্রকল্প পরিচালক, কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি ঢাকা। প্রধান অতিথি বলেন, কৃষিবান্ধব সরকারের টেকসই পরিকল্পনা মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন হওয়ার ফলে বাংলাদেশ আজ কৃষিতে সমৃদ্ধ। এখন আমরা এগিয়ে যাবো পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। তাই কৃষক ভাইদের উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে নিয়মিত পরামর্শ দেয়ার জন্য উপস্থিত সবাকে আহ্বান জানান।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষিবিদ মো. জাহেদুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কারিগরি বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ মো. আশরাফুল ইসলাম, বীজ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ, কৃষকপর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প, ঢাকা; কৃষিবিদ মো. আবু নাছের, উপপরিচালক, ডিএই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; কৃষিবিদ দিলীপ কুমার অধিকারী, ডিএই, কুমিল্লা; ড. মো. হায়দার হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা; ড. মো. ওবায়দুল্লাহ, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা; মো. ইউসুফ ভূইয়া, জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, কুমিল্লাসহ সবাই ওই ফসল সম্পর্কে প্রযুক্তিগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ ছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন- প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

রাজশাহীতে গমের ব্লাস্ট রোগ দমন ও ফলন বৃদ্ধিতে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা

–কৃষিবিদ মোঃ আবদুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

গত ১০ নভেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নশীপুর, দিনাজপুরের আয়োজনে গমের ব্লাস্ট রোগ ও ফলন বৃদ্ধির জন্য করণীয় শীর্ষক কর্মশালা বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয় হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুল মুঈদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএই রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ এসএম মোস্তাফিজুর রহমান, ডিএই রাজশাহী উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ শামছুল হক, সরেজমিন গবেষণা বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ মাজহারুল ইসলাম। আর অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কৃষিবিদ নরেশ চন্দ্র দেব বর্মা। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের ড. মোঃ মাহফুজ বাজ্জাজ ও মোস্তফা আলী রেজা। (এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২)

কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারে খরচ কমে, বাড়ে উৎপাদন

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

বরিশালের উজিরপুরের মুণ্ডপাশায় রিপার বাইন্ডারের সাহায্যে ধান কর্তনের ওপর কৃষক মাঠ দিবসে (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. আরশেদ আলী ও স্থানীয় কৃষকরা

স্বাধীনতার আগে প্রায় সাত কোটি মানুষের ৮০ ভাগ কৃষিকাজে জড়িত থাকলেও খাদ্যশস্য উৎপাদন যা হতো এখন প্রায় ১৬ কোটি জনগণের ৪০ ভাগ মানুষ কৃষিতে থেকেও উৎপাদন বেড়েছে চার গুণেরও বেশি। আর তা সম্ভব হয়েছে উন্নত জাতের পাশাপাশি কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কারণে। এতে খরচ কমে, বাড়ে উৎপাদন। গত ২৬ নভেম্বর বরিশালের উজিরপুরের মুণ্ডপাশায় রিপার বাইন্ডারের সাহায্যে ধান কর্তনের ওপর কৃষক মাঠদিবসে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. আরশেদ আলী এসব কথা বলেন।

সিমিট বাংলাদেশ এবং সিসা-এমআই যৌথ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপপরিচালক হরিদাস শিকারী। বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মজিদ ঢালির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপজেলা কৃষি অফিসার মো. জাকির হোসেন তালুকদার, কৃষি প্রকৌশলী মো. মশিউর রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার ফারজানা আনসারী, প্রশান্ত হাওলাদার, কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রতিনিধি নাহিদ বিন রফিক, সিমিট বাংলাদেশের হাব ম্যানেজার হীরা লাল নাথ, কৃষি উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. শহিদুল ইসলাম, প্রদর্শনী চাষি মো. ফজলুল হক প্রমুখ।

সিমিট বাংলাদেশের উদ্যোগে চীন থেকে সদ্য আমদানিকৃত রিপার বাইন্ডার বরিশাল ও ফরিদপুর অঞ্চলে পরীক্ষামূলক ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে আঁটি বাঁধাসহ ৫ একর জমির ধান কাটা যাবে ৮ ঘন্টায়। মেশিন ভাড়া বাবদ খরচ পড়বে মাত্র ১ হাজার টাকা। অথচ সমপরিমাণ জমিতে এ কাজের জন্য ৩০ জন শ্রমিকের ব্যয় হবে ১৫ হাজার টাকা। অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণ্যমান্যসহ দুই শতাধিক কৃষাণ- কৃষাণী উপস্থিত ছিলেন।

বিনা চাষে ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে রাজশাহীতে মাঠ দিবস ও নমুনা শস্য কর্তন

–কৃষিবিদ মোঃ আবদুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

গত ১১ নভেম্বর ২০১৮ রাজশাহীর গোদাগাড়ি উপজেলার পাকড়ি ইউনিয়নের রাধানগর গ্রামে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ডিএই-সিমিটি-এসআরএফএসআই প্রকল্পের আওতায় চাষি জাহিদুল ইসলামের মাঠে বিনা চাষে আমন ধান উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়।

রাজশাহীতে মাঠ দিবস ও নমুনা শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে ডিএইর সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুল মুঈদ

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুল মুঈদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ শামছুল হক, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ আমিনুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ জয়নাল আবেদিন, জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ মঞ্জুরুল হক এবং সরেজমিন গবেষণা বিভাগের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোঃ সাখাওয়াত হোসেন। আর অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান। মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি বলেন, বরেন্দ্র অঞ্চলে পানি সাশ্রয়ী ফসল আবাদ করতে হবে। এই প্রযুক্তিতেও পানি কিছুটা কম লাগে বলে তাই এইভাবে চাষ করার জন্য চাষিদের আহ্বান জানান। মাটি থেকে ভালো ফসল পেতে হলে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব পদার্থ মাটিতে যোগ করতে হবে। মাটি বেশি নাড়াচাড়া করলে জৈব পদার্থ কমে যাবে। তিনি পারচিংয়ের উপকারিতা সম্পর্কেও কৃষকদের অবহিত করেন। তিনি আগামী বোরো মৌসুমে ব্রি-ধান ২৮-এ নেকব্লাস্টের আক্রমণ এবং ধান গমসহ অন্যান্য ফসলের বীজ শোধনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বর্তমান সরকারের কৃষির উন্নয়ন, সার নীতি, কৃষি নীতি নিয়েও কৃষকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন এবং সাথে সাথে ৫০% ভতুর্কি মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের সুবিধা উপস্থাপন করেন।

সভাপতি তার বক্তব্যে বলেন, এই প্রযুক্তিতে আগামী বোরো মৌসুমে আবাদ করা যেতে পারে। এছাড়া বিপিএইচ দমনের জন্যও তিনি সবাইকে তৎপর থাকার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। আর ৮০% ফসল পেকে গেলে ধান কেটে ফেলার পরামর্শ প্রদান করেন। মাঠ দিবসে কৃষি বিভাগের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিড মিডিয়ার সদস্য এবং কৃষক-কৃষাণীসহ প্রায় ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। এরপর প্রধান অতিথি আমন মৌসুমের স্বর্না জাতের একটি নমুনা শস্য কর্তন করেন, যেখানে ফলন পাওয়া যায় ৫.১ মে:টন/হেক্টর।

চট্টগ্রামে উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

–কৃষিবিদ আবু কাউসার মো. সারোয়ার, কৃতসা, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন জনাব সনৎ কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব

উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আয়োজনে আঞ্চলিক কর্মশালা ১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ খামারবাড়ির চত্বরের প্রশিক্ষণ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। ডিএই চট্টগ্রাম জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আমিনুল হক চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সম্প্রসারণ জনাব সনৎ কুমার সাহা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী। কমর্শালায় চট্টগ্রাম অঞ্চলাধীন চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলার উপপরিচালকবৃন্দ, গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দ ছাড়াও প্রকল্পের আওতাধীন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ মোঃ তাজুল ইসলাম পাটোয়ারী কর্মশালায় প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বিভিন্ন কার্যক্রম সবার সামনে উপস্থাপন করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

প্রধান অতিথি জনাব সনৎ কুমার সাহা তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রকল্পের ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য কাজের গুণগত মান যেন ঠিক থাকে সে জন্য সবাইকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ভবন নির্মাণের জন্য স্থান সংকুলানসহ বিভিন্ন উদ্ভূত সমস্যাগুলো যথাসময়ে জানাতে হবে এবং এসব সমস্যা সমাধানের জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। তিনি সবাইকে আউশ আবাদ সম্প্রসারণে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান। ভুট্টা বিক্রির জন্য ক্লাস্টার আকারে ভুট্টা উৎপাদন করা যায় কি না সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। জেলাপর্যায়ে নিরাপদ সবজি কর্নার স্থাপনের মাধ্যমে নিরাপদ সবজির বাজার তৈরি করার মাধ্যমে নিরাপদ সবজি চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা যায় কি না সে ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়ারও অনুরোধ করেন।

কর্মশালার সমাপ্তিতে অতিরিক্ত সচিব জনাব সনৎ কুমার সাহা মহোদয় চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

কৃষকের বাতিঘর "কৃষক সেবা কেন্দ্র" উদ্বোধন হলো পাবনার পার্শ্বডাঙ্গা গ্রামে

–এ.টি.এম ফজলুল করিম, কৃতসা, পাবনা

কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদানরত প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. এ কে এম শামীম আলম

পাবনা জেলা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিমি. এবং চাটমোহর উপজেলা হতে ১৪ কিমি দূরে একটি পাড়াগ্রাম নাম পার্শ্বডাঙ্গা গ্রাম। দেড় কোটি টাকা ব্যয়ে তিনতলা বিশিষ্ট টাইলস দিয়ে মোড়ানো সুরম্য অট্টালিকাটি গত ৯ নভেম্বর ২০১৮ উদ্বোধন হলো গ্রাম অঞ্চলের কৃষকদের কৃষক সেবা কেন্দ্র হিসেবে। গ্রামীণ কৃষক-কিষাণীদের হাতের কাছে এত বড় কৃষি সেবা পাওয়ায় কৃষকরা সেবা কেন্দ্রটি কৃষকবান্ধব সরকারের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিফলন হিসেবে দেখছে। বিল্ডিংয়ের প্রথম তলাতে বিস্তীর্ণ পরিসরে আছে ওয়াশরুম, কৃষক-কিষাণীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বসার জায়গা। দ্বিতীয় তলাটি ব্যবহৃত হবে দুইজন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার বাস ভবন এবং তিনটি কম্পিউটার, ফটোকপি মেশিন, লেমিনেটিং মেশিন এবং স্ক্যানার সম্বলিত ই-কৃষি সেবা প্রদানের কেন্দ্র হিসেবে। তৃতীয় তলায় আছে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার জন্য আরেকটি বাসা এবং কৃষি উপকরণ রাখার স্টোর রুম।

এ উপলক্ষ্যে গত ৯ নভেম্বর কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হলো সেবা কেন্দ্রটি। বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে "কৃষক সেবা কেন্দ্রের" কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ঢাকাস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরাধীন কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের (পাইলট) প্রকল্প পরিচালক কৃষিবিদ ড. এ কে এম শামীম আলম। কৃষক-কৃষাণী প্রশিক্ষণে বক্তব্য প্রদান রত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএই পাবনার উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আজাহার আলী, বগুড়া আঞ্চলিক অফিসের উপপরিচালক কৃষিবিদ কামাল তালুকদার, টেবুনিয়া হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক কৃষিবিদ আব্দুল আওয়াল, পাবনার অতিরিক্ত উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. আজিজুর রহমান, ঢাকাস্থ কৃষি তথ্য সার্ভিসের বেতার কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, পাবনা কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা এ টি এম ফজলুল করিম, পার্শ্বডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আজাহার আলী এবং পাবনা জেলা পাটচাষি সমিতির সভাপতি মো. শাহাদৎ হোসেন মুন্সি।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. এ কে এম শামিম আলম বলেন, সমগ্র বাংলাদেশে এ রকম ২২টি সেবা কেন্দ্রের মধ্যে পাবনায় নির্মিত হলো একটি। যার মাধ্যমে কৃষির সামগ্রিক সেবা কৃষকের দোরগোড়ায় হাজির করা হলো যাতে এ এলাকার কৃষকদের কৃষি সেবা পেতে উপজেলায় যেতে না হয়। ফসলের বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড় দমনের পরামর্শ, সার ব্যবহারের সুপারিশমালা, মাটি পরীক্ষার জন্য মাটির নমুনা সংগ্রহের বিষয়, কৃষকের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়াও চাহিদাভিত্তিক ফসল উৎপাদন প্রযুক্তির সেবা এ কেন্দ্র হতে পাওয়া যাবে। উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চাটমোহর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ হাসান রশিদ হোসাইনী।

খাদ্য উৎপাদন টেকসই রাখতে আউশ, ভুট্টা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ন্যায্যমূল্য পান না। ভুট্টার দাম যেহেতু সারা বছর থাকে, এক্ষেত্রে আলু চাষিকে ভুট্টায় রূপান্তরিত করতে পারলে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিতে পড়বে না। নিরাপদ সবজি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের বিষয়ে ফেরোমন ট্র্যাপ, হলুদ ট্র্যাপ, ভার্মিকম্পোস্ট, ট্রাইকোকম্পোস্ট ব্যবহার, কৃষকদের লাভজনক ফসল চাষে উৎসাহিতকরণে নির্দেশনা প্রদান করেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আঞ্চলিক পর্যায়ের অতিরিক্ত পরিচালকগণসহ সব সংস্থার প্রধানগণ, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও পরিকল্পনা উইংয়ের যুগ্ম প্রধান সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ভুট্টার আবাদ বাড়ানোর পাশাপাশি চাই

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অধীন প্রতিষ্ঠান ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ভারপ্রাপ্ত কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এ অঞ্চলে সিডর, আইলাসহ আরো বেশ ক'টি দুর্যোগ এসেছিল। এতে ভয় পেলে চলবে না। প্রকৃতি যেভাবে খেলবে, তেমনি প্রস্তুত হতে হবে। তাহলেই আমরা প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকতে পারব।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. আরশেদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আবু আলিম মো. সাজ্জাদ হোসেন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডিএই উপপরিচালক আবু হেনা মো. জাফর, বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা খলিফা শাহ আলম, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন, সদরের উপজেলা কৃষি অফিসার মো. হুমায়ুন কবীর, নেছারাবাদ উপজেলা কৃষি অফিসার মো. রিফাত সিকদার, মঠবাড়িয়ার উপজেলা কৃষি অফিসার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ইন্দুরকানির উপজেলা কৃষি অফিসার মো. তৌহিদীন ভুঁইয়া, নাজিরপুরের উপজেলা কৃষি অফিসার দিগ বিজয় হাজরা প্রমুখ। পরে তিনি ইন্দুরকানির পূর্ব বালিপাড়ায় ব্রি ধান৭৭ জাতের প্রদর্শনী প্লট প্রত্যক্ষ শেষে এক কৃষক মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

আমাদের কৃষকের মন পড়ার উপযোগী হতে হবে

(অষ্টম পৃষ্ঠার পর)

দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি জমিতে লবণাক্ততা বাড়ছে এজন্য লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতের আবাদ বাড়াতে হবে। তিনি আউশ মৌসুমে সারা দেশে আরো ১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে উৎপাদন বাড়াতে কৃষি বিজ্ঞানীসহ কৃষিবিদদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের ৩ লক্ষ অতিরিক্ত মানুষের জন্য চাল উৎপাদন করতে হবে। প্রোটিন সমৃদ্ধ দানাদার ফসল ভুট্টা চাষের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, এ বছর ৩৮ লক্ষ মে.টন ভুট্টা উৎপাদিত হয়েছে, এ উৎপাদনকে ১ কোটি মে.টনে নিয়ে যেতে হবে। ভারপ্রাপ্ত কৃষি সচিব দক্ষিণাঞ্চলে ঘেরের লিজ প্রসংগে বলেন, লিজ/বর্গা এলাকায় কৃষক যাতে কৃষি উপকরণ কার্ড পায় সে বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এসব এলাকায় মিঠা পানির ফ্লো বাড়িয়ে উৎপাদন বাড়াতে জেলার কৃষি কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে ডিএই খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক বলেন, এক জাতীয় সবজির আবাদ না করে বিভিন্ন জাতের সবজির আবাদ ও সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা করতে পারলে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য পাবে। তিনি জলাবদ্ধ এলাকায় ঘেরের পানি ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিমালা করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মতবিনিময় সভায় ডিএই বাগেরহাটের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কৃষি অফিসার, বিএডিসি, এআইএস, উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র মংলা, এসসিএ, এসআরডিআই, বারি, ব্রি, বিনাসহ অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মাটির সবচেয়ে বড় শত্রু সভ্যতা-

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভারপ্রাপ্ত সচিব বলেন, মাটি দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে ৬ কোটি লোক উদ্বাস্ত হওয়া আশঙ্কা রয়েছে। ইটভাটা, রাস্তা ও ভবন নির্মাণ এবং পুকুর খননসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ক্রমাগত মাটির ওপরের স্তর নষ্ট হচ্ছে। এ ছাড়া ভূগর্ভস্থ পানি উঠানোর কারণে সমুদ্রের নোনা পানি ওপরে উঠে আসছে, বাড়ছে লবণাক্ততা। এ কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ ফসল ফলাতে পারছে না। বাড়ছে সিডর, আইলার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তিনি বলেন, আকাশমনি ও ইউক্যালিপটাসের মতো গাছের পরিবর্তে সরকারি রাস্তার পাশে পরিবেশবান্ধব গাছ লাগাতে হবে। জুম চাষ ও মাটি কাটার কারণে পাহাড়ে ভূমি ধ্বসে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে।

মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, পাহাড়, উপকূল, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা নদীর তলদেশসহ দেশের কোনো কোনো অঞ্চলের মাটির কি কি সমস্যা রয়েছে, তা চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে। মাটিকে প্লাস্টিকের হাত থেকেও রক্ষা করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে চরাঞ্চলে জেগে ওঠা নতুন জমিকে কাজে লাগাতে হবে। ইতোমধ্যে জেগে ওঠা এ জমিকে কাজে লাগিয়ে অনেক কৃষক তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছে। জৈব কৃষির বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, সম্ভাবনাময় ধৈঞ্চা ও মান্দার গাছ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে। এ ছাড়াও পরিবেশবান্ধব ভার্মিকম্পোস্টের ব্যবহার বাড়িয়ে কৃষির উৎপাদন খরচ কমাতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) বাংলাদেশ প্রতিনিধি রবার্ট ডি সিম্পসন ও প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকশন বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর হাসিন জাহান। আয়োজক প্রতিষ্ঠান কৃষি মন্ত্রণালয়ের মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক বিধান কুমার ভাণ্ডারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞানভিত্তিক তিনটি পেপার উপস্থাপন করেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বাংলাদেশ মৃত্তিকা বিজ্ঞান সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. এস এম ইমামুল হক, এফএও এর সিনিয়র কনসালট্যান্ট মো. মাহবুবুর রহমান ও আইডব্লিউএমের স্পেশালিস্ট মো. জাহিদ হাসান সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন এ দিবস উদযাপন কমিটির সদস্যসচিব ড. মো. আবদুল বারী। অনুষ্ঠানে বিনার সাবেক মহাপরিচালক ড. এম ইদ্রিস আলীকে বিজ্ঞানী হিসেবে, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এম জহির উদ্দীনকে শিক্ষক হিসেবে ও মর্জিনা বেগমকে কৃষক হিসেবে ২০১৮ সালের সয়েল কেয়ার অ্যাওয়ার্ড তুলে দেয়া হয়। এ ছাড়া সয়েল অলিম্পিয়াডে বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। মৃত্তিকা দূষণ করি অনুশাসন এ প্রতিপাদ্যে সকালে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা হতে শুরু হয়ে মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট চত্বরে শেষ হয়।

রাজশাহীতে গমের ব্লাস্ট রোগ দমন

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

প্রধান অতিথি বলেন, এ রোগ দমনের জন্য এ রোগে আক্রান্ত হয়নি এমন জমি থেকে বীজ গম সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়া গমের ব্লাস্ট রোগ সহনশীল বারি গম-২৮, বারি গম-৩০, বারি গম-৩২ ও প্রতিরোধী বারি গম-৩৩ জাতের চাষ করা প্রয়োজন। তিনি উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ অগ্রহায়ণের ০১ হতে ১৫ তারিখ পর্যন্ত (নভেম্বর ১৫ হতে নভেম্বর ৩০) বীজ বপনের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। এ ছাড়াও তিনি বপনের পূর্বে বীজ শোধন করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন এবং এ তথ্য সাধারণ চাষিদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আগামী বোরো মৌসুমেও ব্রি ধান২৮ এর বীজ শোধন, পানি সাশ্রয়ের জন্য বোরো পরিহার করে অন্য রবি ফসলে চাষ এবং গম চাষ বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

আউশের আবাদ বাড়ানো ও আমনে দরকার জাত পরিবর্তন -কৃষি সচিব

–নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ও ব্রি ধান৭৭ জাতের শস্য কর্তন অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান

'যদিও আমরা এখন চালে উদ্বৃত্ত। তারপরও ধানের উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে। একদিকে দেশে জমি কমছে, অন্যদিকে যোগ হচ্ছে মানুষ। তাই অতিরিক্ত খাদ্য চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন আউশের আবাদ বাড়ানো, আমনে দরকার জাত পরিবর্তন'- গত ১৫ নভেম্বর ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন কারণে দক্ষিণাঞ্চলে কৃষকরা আমন মৌসুমে স্থানীয় জাত ব্যবহার করেন। এতে ফলন কম হয়। আমাদের বিজ্ঞানীরা অনুরূপ বৈশিষ্ট্যে ব্রি ধান৭৬, ব্রি ধান৭৭ ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এর ফলন স্থানীয় জাতের প্রায় দ্বিগুণ। সে কারণে এ জাত দু'টো কৃষকের মাঝে সম্প্রসারণ করতে হবে। দরিদ্রতা থেকে উত্তরণ হয়েছি। এখন আমাদের লক্ষ্য খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখা। গম, ভুট্টা, বার্লি, সূর্যমুখী চাষে কৃষকদের উৎসাহিতকরণে তিনি কৃষি সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান।

অতিরিক্ত পরিচালক মো. আরশেদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন, ডিএই উপপরিচালক মো. ফজলুল হক, উপজেলা চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মনিরুজ্জামান, উপজেলা মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান আফরোজা আক্তার লাইজু, অতিরিক্ত উপপরিচালক মো. মনিরুল ইসলাম, রাজাপুরের কৃষি অফিসার রিয়াজ উল্লাহ বাহাদুর, কাঁঠালিয়ার উপজেলা কৃষি অফিসার মো. শহিদুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ডিএই, ব্রি, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বিএডিসি, বিএসআরআইর বিভিন্ন পর্যায়ের শতাধিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পরে তিনি উত্তর শুক্তাগড় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ব্রি ধান৭৭ জাতের শস্য কর্তন উপলক্ষে এক মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

আমাদের কৃষকের মন পড়ার উপযোগী হতে হবে –ভারপ্রাপ্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

–কৃষিবিদ এম এম আব্দুর রাজ্জাক, কৃতসা, খুলনা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান বাগেরহাট জেলার কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সব সংস্থার কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, আমাদের কৃষকের মন পড়ার উপযোগী হতে হবে। একই ফসল বেশি উৎপাদন না করে বিভিন্ন ফসল উৎপাদনের পরামর্শ দিলে কৃষক ভালো বাজার মূল্য পাবে। দেশের সব এলাকার কৃষককে গ্রুপে ভাগ করে রাজস্ব অর্থে প্রদর্শনী দেয়া হবে। তিনি গত ১৭ নভেম্বর সকাল ১০টায় বাগেরহাট খামারবাড়ির সম্মেলন কক্ষে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর আয়োজিত বাগেরহাট জেলার সব উপজেলা কৃষি অফিসার এবং জেলার কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন। ডিএই খুলনা আঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ কাজী আব্দুল মান্নান এতে সভাপতিত্ব করেন। সচিব বলেন, দেশের (৭ম পৃষ্ঠার পর)

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন ও কৃষকের মাঝে পণ্য বিতরণ করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান

সম্পাদক : কৃষিবিদ ড. মোঃ নুরুল ইসলাম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : শিল্পী নূর ইসলাম ও মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ৯১১২২৬০. ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd